R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭২শ বর্ষ, ৩৫ শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৮ই মাঘ বুধবার, ১৩৯২ সাল
২২শে জানুয়ারী ১৯৮৬ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ অষ্টাক

মুর্শিদাবাদ জেলায় বৃহৎ রেশম প্রকল্প অনুমোদিত হলো

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষৎ সূত্রে সংবাদে প্রকাশ, পর্ষৎ মালদহ, বীরভূমও মুর্শিদাবাদে রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য একটি ব্যাপক প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছেন। প্রকল্পটির জন্য অর্থ ব্যয় ধরা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে—ভালজাতের গুটি পোকার বংশবৃদ্ধি ঘটানো, তুঁত চাষীরা যাতে তাদের উৎপাদিত তুঁতের সঠিক মূল্য পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা, রেশমতন্তু প্রস্তুতের ব্যবস্থা ও উন্নতমানের রেশম কাপড় বোনার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা। এ ছাড়াও রেশম ও তুঁতের কারবারে জড়িত শ্রমিকদের কল্যাণমূলক বিবিধ ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্তও হয়েছে। এই পরিকল্পনার রূপদান করেন কেন্দ্রীয় কর্মসূচী রূপায়ণ মন্ত্রী এ, বি, এ, গণি খাঁন চৌধুরী। শ্রীচৌধুরী ও সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী খুরশিদ আলম গত ১৭ জানুয়ারী একত্রে আলোচনার পর প্রকল্পটি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্তানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, পর্ষৎ ভালজাতের গুটিপোকা উৎপাদনের কেন্দ্র খুলবেন। এ ব্যাপারে অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ জনকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া ও ব্যাঙ্ক ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ করে দেবেন পর্ষৎ। গুটিপোকার খাদ্য তুঁত পাতার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাষীদিকে উন্নত সার সরবরাহের ব্যবস্থাও করবেন সরকার। আপাততঃ এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে মালদহে একটি অফিস খোলা হবে। তাঁরা চাষীদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে উন্নত গুটিপোকা কিনবেন। রেশমশিল্পীদিকে সরকারী ব্যয়ে দেশের বিভিন্নস্থানে নিয়ে গিয়ে বয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। গুটিপোকার লালন-পালনের পদ্ধতিও তাদিকে শেখানো হবে। উন্নত শ্রেণীর তাঁত ব্যবহার ও নির্ধূম চুল্লীর প্রদর্শনীর জন্য মালদহের মোথাবাড়ি গবেষণাকেন্দ্রটিকে বর্দ্ধিত করা হবে। প্রকল্প অনুযায়ী পাঁচ বছরে অন্ততপক্ষে ৪ হাজার একর জমিকে তুঁত চাষের আওতায় আনা হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জঙ্গিপুর সংবাদের ১৩ নভেম্বর, '৮৫ সংখ্যায় "সিল্ক প্রসেসিং প্লান্টের অভাবে রেশম শিল্পে সংকট দেখা দিচ্ছে" শীর্ষক সংবাদে রেশম শিল্পের দুরবস্থা প্রসঙ্গে সিল্ক প্রসেসিং প্লান্টের দাবী রাখা হয়।

গঙ্গা ভাঙ্গন রোধে সরকারী পক্ষপাতিত্ব লজ্জাজনক

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ জঙ্গিপুর মহকুমার গঙ্গা-পদ্মাতীর ভেঙ্গে গ্রাম বসতি উচ্ছেদ করতে করতে প্রায় এক হতে চলেছে। পরস্পরের দূরত্ব এখন মাত্র দেড় দু মাইল। তাছাড়া ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদে গঙ্গার ভাঙ্গনে গৃহহারা হয়েছে কয়েক হাজার বিড়ি শ্রমিক। যাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আজও করা হয়নি। নিত্য নূতন ভাঙ্গন বেড়েই চলেছে। সকল রাজনৈতিক দলই ভাঙ্গনের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। জঙ্গিপুর কেন্দ্রের বিধায়ক হাবিবুর রহমান ভাঙ্গন প্রতিরোধে সরকারী ব্যবস্থার দাবীতে কিছুদিন পূর্বে গণ-মিছিল করে মহকুমা শাসকের হাতে স্মারক-লিপি প্রদান করেন। জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি নিজামুদ্দিন আহমেদ তাঁর নিজ দলেরই সেচমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য্যকে জঙ্গিপুর অঞ্চলে গঙ্গার পাড় বাঁধানোর কাজ শুরু করার দাবি জানান। ননী ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, গঙ্গার পাড়ে স্পার নির্মাণের জন্য তাঁরা কেন্দ্রের কাছে দেড় কোটি টাকা চেয়েছেন। কিন্তু সংবাদে জানা যায় তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রথম পর্য্যায়ে বহরমপুরে ৬৯৮৬ ও লালবাগে ৩২৮০ ফুট দীর্ঘ স্পার নির্মিত হবে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বহরমপুর শহর এলাকার বাইরে আরও ৫০০ ফুট এলাকা বাঁধানো হবে। তাঁদের বর্তমান পরিকল্পনায় ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ বা জঙ্গিপুরের গঙ্গায় স্পার নির্মাণের কোন পরিকল্পনা নেই। তবে কি তাঁরা জেলা সদরের জনমতের চাপে বহরমপুর ও লালবাগকে অগ্রাধিকার দিতে (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

পঞ্চায়েত সমিতির সবকটি স্থায়ী কমিটি সি পি এমের দখলে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটির নির্বাচন হয়ে গেল। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ২৮। গত নির্বাচনে সি পি এম ও কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫ ও ১৩। কিন্তু নির্বাচনের সময় একজন সি পি এম সদস্য কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় সদস্য সংখ্যা ১৪/১৪ হয়। এতদিন স্থায়ী কমিটির নির্বাচন নিয়ে আদালতে মামলা চলছিল। আদালতের রায়ে পুনর্নির্বাচন আদেশ হওয়ায় গত ১৫ জানুয়ারী নির্বাচনের দিন ঠিক হয়। সেদিন সভ্যদের উপস্থিতি থেকে বোঝা যায় সি পি এমের পক্ষে ১৫ জন এবং কংগ্রেসের পক্ষে ১২ জন। সি পি এমের যে সদস্য পূর্বে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন তিনি অনুপস্থিত। এবং দফরপুর রওজাপাড়া হতে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য সি পি এম কে সমর্থন করেন। এই অবস্থায় ভোটাভুটির দাবী কংগ্রেস পক্ষ থেকে না তোলায় সবকটি স্থায়ী কমিটিতে সি পি এম জয়লাভ করে।

ভয়াবহ ডাকাতি—গৃহস্বামী খুন

ফরাক্কা ঃ গত ১৮ জানুয়ারী এই থানার নয়নসুখে হৃদয়নারায়ণ ভকতের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। ১৫-১৬ জনের একদল ডাকাত বাড়ীতে প্রবেশ করলে গৃহস্বামী হৃদয়বাবু ঘরের মধ্যে থেকে জানালা দিয়ে বন্দুকের নল বের করে গুলি করতে গেলে ডাকাতেরা বন্দুকের নল বাইরে থেকে ধরে ফেলে এবং হৃদয়বাবুকে ছুরিকাঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় হৃদয়বাবুকে ফরাক্কা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওখানে তিনি মারা যান। দুর্বৃত্তরা কয়েক হাজার টাকার সোনার গয়না, নগদ টাকা ও বাসনপত্র নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় কয়েকজন গ্রামবাসী তাদের বাধা দেয়। সেই সময় দুর্বৃত্তেরা পর পর বেশ কয়েকটি বোমা ফাটায়। বোমার শব্দে অজুনপুর (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই মাঘ বুধবার, ১৩৯২ সাল

চাই স্বাস্থ্য, চাই বল, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু

কবির মানসে একটি সুস্থসবল সমাজের রূপ ভাসিয়া উঠায় কবি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—সুস্থ সবল সমাজ গড়িয়া তুলিতে "চাই স্বাস্থ্য, চাই বল, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু"। তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বাধীনোত্তর যুগে সরকার একটি পূর্ণ দপ্তরের ভার দান করিয়া নিযুক্ত করিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে। গঠন করিলেন সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া স্বাস্থ্য দপ্তরের। বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ হইয়া আসিতেছে বৎসরের পর বৎসর। গ্রাম্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র মহকুমা ও সদরে জেলা হাসপাতাল নির্মিত হইল। প্রতিটি মহকুমা ও জেলা হাসপাতালকে আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত করাই শুধু হইল না, সেখানে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশারদ চিকিৎসকের পদ সৃষ্টি করিয়া চিকিৎসক আনয়নের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তথাপি হাসপাতালগুলির কার্য্যকলাপ জনমনকে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইতেছে না। হাসপাতালের অব্যবস্থা বর্তমানে নিত্যনৈমিত্তিক সংবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তদুপরি সকলেই সন্দেহ করে হাসপাতালগুলি অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের মুক্তাঞ্চল। রোগীর প্রতি অবহেলার অভিযোগ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি রোগীদের ও তাহাদের উদ্বিগ্ন আত্মীয় স্বজনদের সাথেও অমানবিক ব্যবহারের অভিযোগও শোনা যায়। মুমূর্ষু রোগীকে সঠিকভাবে দেখাশোনা না করার ফলে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে এমন অভিযোগও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা প্রায়ই কলুষিত করিতেছে। 'এইসব অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া প্রায়শই দাঙ্গা হাঙ্গামাও ঘটিয়া থাকে। এমন সংবাদও পাওয়া গিয়াছে যে হাসপাতালের অভ্যন্তরেই রোগিনীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা হইয়াছে। সর্বক্ষেত্রেই যে এ সমস্ত অভিযোগ অসত্য তাহা নহে, হয়তো অতিরঞ্জিত হইতে পারে। কিন্তু চিকিৎসক ও সেবাব্রতিদের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ কেন? তাঁহারা কি একেবারেই ধোয়া তুলসী পাতা আর যত দোষ বিক্ষুব্ধ জনগণের। দোষ একতরফা কখনই হইতে পারে না। এর কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে হাসপাতাল কর্মীদের ও চিকিৎসকদের ব্যবহারে কতকগুলি ত্রুটি রহিয়াছে যাহা হাসপাতালের বিরুদ্ধে জনমনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতেছে। প্রথমতঃ সকল রোগীই আশাকরে মানবিক ব্যবহার এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসকদের কাছে সুচিকিৎসা পাইতে। কিন্তু হাসপাতালে কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীরা প্রায়শই দালালদ্বারা প্ররোচিত হয় চিকিৎসকের প্রাইভেট চেম্বারে পরীক্ষিত হইবার। হয়তো তখনকার মত রোগী বাধ্য হয় দালালদের প্রস্তাব মানিয়া লইয়া ভিজিটের পয়সা গুণিয়া দিতে। কিন্তু ইহাতে তাহার মনে চিরস্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং সেই বিক্ষোভ ধীরে ধীরে জনমনে সঞ্চারিত হইয়া চিকিৎসক তথা হাসপাতালের উপর মানুষকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। তদুপরি বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সমস্ত চিকিৎসকই ব্যক্তিগত চেম্বারে যত্ন করিয়া রোগী দেখেন, কিন্তু সেই রোগীই পূর্বে তাঁহার নিকটে গেলে ততটা যত্ন নেন না। এই সব ছাড়াও হাসপাতালের সন্নিকটে প্রায়ই গড়িয়া উঠা নার্সিংহোমগুলিতেও সরকারী ডাক্তারদের ব্যবসায়িক যোগাযোগ থাকায়, সেইসব নার্সিংহোমে চিকিৎসালাভের প্রলোভনও বিভিন্ন ব্যক্তি মারফৎ রোগী বা রোগীর আত্মীয়স্বজনকে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে সেইসব দালালরাই প্রচার করিতে থাকে হাসপাতালে এক্সরে বা অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে কাজ করে না। সেক্ষেত্রে নার্সিংহোমে চিকিৎসা করানোই ভাল। এইসব প্রলোভনে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হইবেই। ফল হইতেছে যাহাদের একেবারে সামর্থ্য নাই তাহারাই হাসপাতালে যাইতেছেন। কিন্তু সঠিক চিকিৎসার সুযোগ, এমন কি মানবিক ব্যবহারও পাইতেছেন না। তদুপরি হাসপাতালে যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহাও মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া বেশ কয়েকটি হাসপাতালে প্রমাণিত হইয়াছে। রাজ্য মুখ্যস্বাস্থ্য অধিকর্ত্তা জঙ্গিপুর হাসপাতালে আসিলে এই অভিযোগ তুলিয়া ধরা হইয়াছিল। তিনি উত্তর দেন—চাল, গম ইত্যাদি সরবরাহ করে ফুড করপোরেশন। তাহারা খারাপ দ্রব্য দিলে তাঁহার করণীয় কিছুই নাই। এই বক্তব্যের মধ্যে যে ভাব নিহিত রহিয়াছে তাহা হইতেছে মূল অভিযোগকে সুকৌশলে এড়াইয়া যাওয়া। তিনি আরোও বলিয়াছেন দৈনিক রোগী পিছু মাত্র চার টাকা বরাদ্দ আছে। তাহাতে ভাল পথ্য দেওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া একটি প্রবাদ বাক্য স্মরণে আসে—ভিক্ষার চাল কাঁড়া বা আকাঁড়া"। আশ্চর্য্য গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলিয়া আমরা গর্ব করি। আর সেই ভারতবর্ষেই জনগণের সেবায় বা চিকিৎসার এই যদি নমুনা হয় এবং কর্তৃপক্ষের বক্তব্য যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে দরিদ্র বিপন্ন রোগীরা কাহার নিকট অভিযোগ লইয়া দাঁড়াইবে?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

কোন দুর্নীতি করিনি

আপনার পত্রিকার ২ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'খানা কোঃ অপঃ মার্কেটিং সোসাইটি সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। চেয়ারম্যান নিজেই পাটের দাম বেঁধে দিচ্ছেন কারও সঙ্গে কোন আলোচনা না করে একথা ভুল ও সর্বৈব মিথ্যা। সোসাইটির বিশেষজ্ঞ দ্বারা পাট পরীক্ষিত হওয়ার পর সেই পাট ক্রয় করা হয়। আজ পর্য্যন্ত কোন কর্মচারীকে পাট ইউনিট থেকে বস্ত্র ইউনিটে বদলী করা হয়নি। কিছুদিন পূর্বে এ সমিতির কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। কাজেই রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে, একথা আসে কেন? সরকার নির্দ্ধারিত সর্বনিম্ন দাম ২১৲ টাকা। আমাদের কালটিভেশন এলাকার মধ্যে উঁচুমানের পাট জন্মায় না বললেই চলে। আজ পর্যান্ত কোন পাট চাষীকেই আমরা পাট ক্রয় না করে ফিরিয়ে দিইনি।

মোহাম্মদ মুসা, চেয়ারম্যান
রঘুনাথগঞ্জ থানা
কোঃ অপঃ মাঃ সোসাইটি লিঃ

সকল যুব আধিকারিক সেজে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে

আপনার ৪ ডিসেম্বর তারিখের পত্রিকায় প্রকাশিত 'যুব কল্যাণের কল্যাণ কাজ বন্ধ' সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমি কোনদিনও আপনার সাংবাদিকের সাথে দেখা করি নি। সকল যুব আধিকারিক সেজে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে আমার ধারণা। কোন কর্মচারী উদ্বৃত্ত ঘোষণা বা বদলীর ঘটনা আদপেও ঘটেনি। প্রতি বৎসর ফুটবল প্রভৃতি যথাযথ দেওয়া হয় এবং যুব উৎসবের মাধ্যমে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সকল কর্মসূচী যথাসময়ে সম্পন্ন হয়।

যোগেশচন্দ্র দাস
ব্লক যুব আধিকারিক
তাং ১০।১।৮৬ ফরাক্কা ব্লক যুবকরণ

লোক জীবনে পৌষ পার্বণ

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

পৌষ পার্ব্বণ ঋতু উৎসব হলেও একে লোক উৎসব বলা যেতে পারে। সাধারণ্যে এ উৎসব পিঠে পুলির উৎসব বলেই পরিচিত। শীতের বেলা নেমে আসে; মাটির আঁচলে বিচ্ছুরিত হয় শোনালী রৌদ্র। পৌষ লক্ষ্মীর আহ্বান ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের মানুষদের কাছে—'কাজআছে মাঠ ভরা'। পৌষ তো পাকা ফসলের সময়। গ্রামের মানুষ "পাকা ধান কাটাই মাড়াই এর জন্যে আয়োজনে চারটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই, যব, ছোলার আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে ডালা ভরিয়া উঠিয়াছে··· ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল।

·· ঘরে ঘরে নবান্ন এবং পিঠে পার্ব্বণের উদ্যোগে ঢেঁকিশাল মুখরিত।" নূতন ধানের ঘ্রাণে ভরে উঠে পল্লীর মাঠ ঘাট, পথ প্রান্তর। যেন মনে হয় তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে ভুবনে। 'গিন্নী পাগল চালের কিরণী' সুবাস ছড়িয়ে পড়ে রান্না ঘরে। নবান্নের নূতন গ্রহণের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় উৎসবের, তার পরিণতি বোধ হয় পিঠে পুলি বা পৌষ পার্বণের মধ্যে। তাই পৌষ পর্ব্বণ যখন আসে তার গ্রাম বাংলার লোকায়ত জীবনে পৌষ লক্ষ্মীকে আবাহনের সাড়া পড়ে থাকে। গৃহঙ্গনাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মিনতি ভরা আকুতি : এসো পৌষ যেও না, থেকো পৌষ যেও না, পৌষমাস যেও না। গৃহের আঙিনায় এঁকে দেয় তারা লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ, উঠান জুড়ে আঁকে ধান শিষের আলপনা। নূতন চাল আর গুড়ে তৈরী করা হয়ে থাকে নানান রকমের পিঠে পুলি। জারি গান আর গাজী গানেতে সারা গ্রাম বাংলা যেন মুখরিত হয়ে উঠে উৎসবের আনন্দে। ঈশ্বর গুপ্তের 'পৌষ পর্ব্বণ' কবিতায় এর একটি বাস্তব ছবি উঠেছে ফুটে। এই পার্বণকে উপলক্ষ্য করে ঘরে ঘরে পিঠে পুলি বানানোর যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় তার একটি বর্ণনা:

'আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর/গড়িতেছে পিঠে পুলি অশেষ প্রকার।' আবার এর সঙ্গে দেখা যায় 'পায়েসে পিটুলি দিয়া করিয়াছে চুষি।' পিঠে বানানোর প্রসঙ্গে একটি সুন্দর ছবি:

'বুকে পিঠে গুড় পিটে গুড় পিঠে গড়ে/ হিঁদুর দেবতা সম ঠাট তার ধরে।'

বাংলাদেশ তো (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

National Thermal Power Corporation Ltd.

Farakka Super Thermal Power Project

Nabarun-742 236, Murshidabad

Tender No. : FS:42:MD:T-83:OT-016/ Dated : 6. 12. 85

NOTICE INVITING TENDER FOR EMPANELMENT OF MATERIALS HANDLING (LOADING & UNLOADING) CONTRACTORS

Sealed tender are invited in duplicate for empanelment of materials handling (loading & unloading) contractors for handling materials in stores at Farakka Super Thermal Power Project site. The contractor shall comply with the provisions of the payment of wages Act, 1936, Minimum Wages Act 1948, Employers liability Act, 1938, workmen's compensation Act, 1923 Industrial Disputes Act, 1947, Contractor Labour Regulations & Abolition Act, 1970, or any other statutory provisions rules & regulations, as may be in force from time to time.

TERMS & CONDITIONS:

1) Tender documents can be had on request by post or in person on payment of Rs. 50/- in each case by Bank Draft on State Bank of India, Farakka, or IPO in favour of NTPC, Khejuriaghat Post Office or on Cash payment at our cash section. Money order/cheque shall not be accepted.

2) Request/application for tender documents shall be supported with Credentials such as earlier experience of works of similar nature mentioning particularly the place, name of organisations, value of job done, nos. of labour engaged etc. supported by documentary evidence without which tender documents will not be issued.

3) The above description of work is only indicative and full details are given in the tender documents.

4) Duration of empanelment is upto 1 (one) year which may be extended on mutual agreement.

5) Bidders shall have to deposit an earnest money for Rs. 10000/- (Ten thousand) in any form acceptable to NTPC without which tender will be rejected outright.

6) Bidders shall have to submit the latest income tax clearance certificates alongwith the bid failing of offer will be ignored.

7) NTPC reserves the right to accept/reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever.

8) NTPC is not responsible for delay in transit or loss of tender form sent/ received by post. Tender form is not transferable.

9) Last date of issue of tender documents upto 2-30 p m. on 12. 2. 86

10) Tender will be accepted upto 3 p.m. on 12. 2. 86 and will be opened at 4 p.m. on the same date

CHIEF MATERIALS MANAGER

পৌষ পার্ব্বণ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

উৎসবেরই দেশ। ঋতু রঙ্গশালায় চলে পালাবদল এবং তারই প্রেক্ষাপটে আঙ্গিনায় আঙ্গিনায় পড়ে নূতন নূতন উৎসবের আলিম্পন। পৌষ পার্ব্বণ তো এমনি একটি একান্ত রূপেই গ্রামীণ উৎসব। লোক জীবনের সঙ্গে এই উৎসব ঘনিষ্টভাবে জড়িত। 'পিঠে পুলি দিয়ে দেবতার সন্তোষ বিধানের চেষ্টা আমাদের দেশে বহুকাল থেকে চলে আসছে। এই শ্রেণীর উৎসবের মধ্যে পৌষ সংক্রান্তির দিনে অনুষ্ঠিত পৌষ পার্ব্বণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।' (ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত)

শুধু দেবতার সন্তোষ বিধানই নয়, লোক জীবনেও দেখা যায় পারস্পরিক আত্মীয়তাকে আরো ঘনিষ্ট করে তোলাও হয়ে থাকে এই শ্রেণীর উৎসবের মধ্যে। বাড়ীতে বাড়ীতে পড়ে যায় নিমন্ত্রণের পালা। কুটুম্বরাও আসেন আত্মীয় স্বজনের ঘরে। প্রবাসী পুরুষেরাও এই আনন্দোৎসবের শরিক হতে ফিরে আসে তাদের নিজ নিজ গ্রামে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় তার সমর্থনে জানা যায়—

'প্রবাসী পুরুষ যত পোষড়ায় রবে
ছুটি নিয়ে ছুটাছুটি বাড়ী এসে সবে।'

গ্রাম বাংলার বুকে পৌষ পার্বণকে ঘিরে আনন্দের আয়োজন। জমজমাট হয়ে থাকে হাসি তামাসার আসর। পৌষ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত এই পৌষ পার্ব্বণ তাই গ্রাম কেন্দ্রিক লোক উৎসব। কিন্তু দিনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সাম্প্রতিককালে মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে শহর কেন্দ্রিকতা। নানা সমস্যায় পীড়িত হয়ে পড়ছে মানুষের প্রতিদিনের জীবন। সাধ থাকলেও সাধ্যের অনুন্নততার জন্য, বোধ হয় দিনের পর দিন এই উৎসব অনুষ্ঠানের ঐকান্তিকতা কেমন যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে লোক জীবনের আঙিনা হতে।

ভয়াবহ ডাকাতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌছবার আগেই দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। পর দিন পুলিশ কুকুরকে ঘটনাস্থলে নিয়ে আসা হয়। পুলিশ বল্লালপুরের একজনকে এ ব্যাপারে গ্রেপ্তার করেছে।

বাসে ডাকাতি : মির্জাপুর গত ২১ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬-৩০ নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ-বহরমপুর ভায়া সাগরদীঘি রুটের 'ফুলনদেবী' বাসে হরিরামপুর ষ্টেপেজে ডাকাতি হয়। ঐ ষ্টপেজে বাস থামলে ৮/১০ জন দুর্বৃত্ত বোমা পাইপগান নিয়ে বাসে উঠে পড় এবং যাত্রীদের মারধোর করে। সাগরদীঘি হাট থেকে ফেরা কয়েকজন ব্যাপারীর কাছ থেকে নগদ প্রায় কুড়ি হাজার টাকা, মেয়েদের গয়না, শাল ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে পালিয়ে যায়।

ধুলিয়ানে জৈন সাধু দয়াসাগরজী মহারাজ

ধুলিয়ান : গত ৩০ ডিসেম্বর জৈন দিগম্বর সাধু শ্রী ১০৮ দয়াসাগরজী মহারাজ ধুলিয়ানে এসে ১৬ জানুয়ারী পর্য্যন্ত ধুলিয়ানে অবস্থান করে ধর্মশিক্ষা দেন। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র "জিও আউর জিনে দো" সকল মানুষের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর এই আগমন। ধুলিয়ান হতে পদব্রজে ১৬ জানুয়ারী তিনি শিষ্যদের সঙ্গে পাকুড় যাত্রা করেন। পাকুড় হতে পদব্রজে জঙ্গিপুর হয়ে বহরমপুর যাবেন। এইভাবে তিনি পদব্রজে বিভিন্ন গ্রাম শহর পরিক্রমা করে অহিংসা, আত্মত্যাগ ও তীতিক্ষার বাণী প্রচারের ব্রত নিয়েছেন।

সরকারী পক্ষপাতিত্ব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চলেছেন ? জঙ্গিপুর অঞ্চলের দরিদ্র মানুষ, বিড়ি শ্রমিকেরা এই নগ্ন পক্ষপাতিত্বের কারণ কি জানতে চান। জঙ্গিপুর মহকুমার প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের দাবী ভাঙ্গন রোধের ব্যাপারে সরকার ধুলিয়ান থেকে বহরমপুর পর্যন্ত গঙ্গার পাড়ে স্পার নির্মাণের কাজে একসঙ্গে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

সাহা ক্যাটারার
(বিয়ে বাড়ী ও ক্যাটারিং)
এ শহরে সর্বপ্রথম বিবাহ ও আপনার যাবতীয় অনুষ্ঠানে শহরের উপকণ্ঠে বাড়ী ও ক্যাটারিং এর সুব্যবস্থা করা হয়েছে।
(অল্প খরচে রুচিসম্মত খাদ্য ও বাড়ী ভাড়ার সুযোগ নিন।)
যোগাযোগ স্থান : শ্রীহরিপ্রসাদ সাহা, ম্যাকেঞ্জি মাঠের সম্মুখে ও পণ্ডিত ষ্টেশনার্স, রঘুনাথগঞ্জ।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য
সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।
সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৫

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে !
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুরদোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।